দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG. 5 1999
পৃষ্ঠা কলাম

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৩ জন প্রফেসরের বিবৃতি

ভারতকে করিডোর দেয়ার রাষ্ট্রঘাতী সংবিধান পরিপন্থী সিদ্ধান্ত বাতিল করুন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ট্রানজিটের নামে ভারতকে করিডোর দেবার জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী, জনস্বার্থবিরোধী, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী, সম্পূর্ণ অনাকাংক্ষিত ও অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৩ জন খ্যাতিমান প্রফেসর গত মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। প্রফেসর ডক্টর আবদুর রশিদ আহমেদ ও প্রফেসর মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন প্রেরিত বিবৃতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ প্রফেসরগণ ট্রানজিটের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ট্রানজিট বলতে সাধারণত এক দেশ থেকে অন্য দেশের ভেতর দিয়ে বহির্বিশ্বে যাতায়াত সুবিধা বুঝায়। যে সব দেশ চতুর্দিক থেকে ভিন্নদেশ দ্বারা বেষ্টিত সে সব 'ল্যান্ডলক' দেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথানুযায়ী পার্শ্ববর্তী দেশের ভিতর দিয়ে বহির্বিশ্বে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার রীতি ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু ভারত 'ল্যান্ডলক' দেশ নয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য রাস্তাও রয়েছে। বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারত থেকে ভারতে পণ্য নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তাই একে ট্রানজিট না বলে করিডোর বলাই যুক্তিসংগত হবে। পৃথিবীর কোন স্বাধীন রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে এভাবে করিডোর প্রদান করে নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে না। তারা বলেন, মন্ত্রী পরিষদের এ সিদ্ধান্তের ফলে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'সাতকন্যা' বলে পরিচিত স্বাধীনতাকামীদের দমন করার জন্য সামরিক-সাজসরঞ্জাম ও রসদ বাংলাদেশের উপর দিয়ে অবাধে নিয়ে যেতে পারবে। তারা

পরিষদ কর্তৃক ট্রানজিটের নামে ভারতকে করিডোর প্রদানের রাষ্ট্রঘাতী ও সংবিধান পরিপন্থী সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ কামনা করার পাশাপাশি এই সিদ্ধান্ত জনমত যাচাই এবং সংসদে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।